10-04-2021 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পতিত জগৎ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে এক বাবার সাথে বুদ্ধিযোগকে যুক্ত করো, তাহলে মায়ার কাছে হার হবে না"

*প্রশ্নঃ - সর্মথ (শকিতশালী) বাবা সাথে থাকা সত্বেও যজ্ঞে এত বিঘন সৃষ্টি হয় কেন ? এর কারণ কী ?

*উৎতরঃ - এই সব বিঘন তো ডরামা অনুসারে পড়তেই হবে, কেননা যজ্ঞে অসুররা বিঘন সৃষ্টি করেছিল বলেই তো পাপের ঘড়া ভরেছিল। এতে বাবা কিছু করতে পারেন না, এটা তো ডরামাতেই রয়েছে। বিঘন পড়তেই হবে কিন্তু বিঘন দেখে তোমরা ঘাবড়াবে না।

*গীতঃ- মাতা কে আর পিতা কে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার নির্দেশ (ফরমান) শুনেছে। এই যে এই জগতের যারা মাম্মা আর বাবা রয়েছেন, তাঁদের সাথে তোমাদের যে সম্বন্ধ, তা হল দেহের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। কেননা সবার প্রথমে মা তারপর বাবার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয় তারপর ভাই - বন্ধু ইৎযাদি হয়। তো অসীম জগতের বাবার কথা হল এটাই, জগতে এই যে মাতা - পিতা রয়েছেন, তাদের সাথে বুদ্ধিযোগকে ছিন্ন করো। এই জগতের সাথে সম্বন্ধ রেখো না, কারণ এ'সবই হল কলিযুগী ছিঃ ছিঃ সম্বন্ধ। জগৎ র্অথাৎ দুনিয়া। এই পতিত দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগকে ছিন্ন করে একমাৎর আমার সাথে যুকত করো আর তারপর নতুন জগতের সাথে যুকত করো। কারণ এখন তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। কেবল সম্বন্ধ যুকত করা, আর কোনো কিছুই নয়। আর কোনো কষ্টই নেই। সম্বন্ধ তারাই জুড়বে যারা ডায়রেকশন পায়। সৎযযুগে সম্বন্ধ প্রথমে ভালো হয়, সতোপ্রধান। তারপর নীচে নামতে থাকে। তারপর যে সুখের সম্বন্ধ, সেটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে। এখন তো একেবারেই এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে সর্ম্পক ছিন্ন করতে হয়। বাবা বলেন আমার সাথে সর্ম্পক যুকত করো। শ্রীমৎ অনুসারে চলো আর যা কিছু দেহের সম্বন্ধ রয়েছে, সে সব কিছুকে ৎযাগ করো। বিনাশ তো হতেই হবে। বাচ্চারা জানে, বাবা যাকে পরমপিতা পরমাৎমা বলা হয়, তিনিও ডরামা অনুসারে সার্ভিস করেন। তিনিও ডরামার বাঁধনে বাঁধা। মানুষ তো মনে করে তিনি তো র্সবশকিতমান। যেমন কৃষ্ণকেও র্সবশকিতমান মনে করে। তাকে স্বর্দশন চকর দিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করে তার দ্বারা সে গলা কেটেছিল। কিন্তু এটা তারা বুঝতে পারে না যে, দেবতারা হিংসার মতো কাজ কীভাবে করবে ? তা তো তারা করতে পারে না ।দেবতাদের জন্য বলা হয় - অহিংসা পরম র্ধম ছিল। তাদের মধেয হিংসা কোথা থেকে এল ? যার যা মনে হয়েছে বসে লিখে দিয়েছে। র্ধমের কতই না গ্লানি করেছে। বাবা বলেন, এই সব শাস্ত্র গুলিতে সৎয তো মাৎর আটাতে যেটুকু লবণ দেওয়া হয় ততটুকুই। এটাও লিখেছে যে, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে রচিত হয়েছিল। সেই যজ্ঞে অসুররা বিঘন সৃষ্টি করত। অবলাদের ওপরে অৎযাচার হত। সে'কথা তো ঠিকই লেখা হয়েছে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে - শাস্ত্র গুলির মধেয সৎয কতটুকু রয়েছে আর বানানো হয়েছে কতটা। ভগবান নিজে বলেন, এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বিঘন অবশ্যই আসবে। ডরামাতেই সেটা রয়েছে। এমন নয় যে পরমাৎমা সাথে রয়েছেন, তিনিই বিঘনকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এতে বাবা কী করবেন ! ডরামাতে রয়েছে যখন তখন তো হবেই। এই সব বিঘন আসবে তবেই তো পাপের ঘড়া ভরবে, তাই না ! বাবা তোমাদেরকে বোঝান, ডরামাতে যেটা রয়েছে, সেটা তো হতেই হবে। অসুররা বিঘন অবশ্যই সৃষ্টি করবে। আমাদের রাজধানী যে স্থাপন হচ্ছে। আধা কল্প মায়ার রাজ্যে মানুষ কতো তমোপ্রধান বুদ্ধি, ভরষ্টাচারী হয়ে যায়। তারপর তাকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানো তো বাবার কাজ, তাই না ! আধা কল্প লাগে ভরষ্টাচারী হতে। তারপর বাবা এক সেকেন্ডে শ্রেষ্ঠাচারী বানান। নিশ্চয় (বিশ্বাস দৃঢ় হতে) হতে কী কখনো সময় লাগে ! এমন অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে, যাদের সাথে সাথে নিশ্চয় হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু মায়াও তো কম পালোয়ান না। মনের মধেয কিছু না কিছু ঝড় ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করবেই। পুরুষার্থ করতে হবে যে সে'সব যেন র্কমণাতে না আসে। সকলেই পুরুষার্থ করছে। র্কমাতীত অবস্থা এখনও হয়নি। তাই র্কমেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু না কিছু হয়ে যায় ।র্কমাতীত অবস্থা র্পযন্ত পৌঁছানোর পথে বিঘন তো অবশ্যই আসবে। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন - পুরুষার্থ করতে করতে শেষে গিয়ে র্কমাতীত অবস্থা হয়, তখন তো এই শরীর আর থাকবে না। সেইজন্য সময় লাগে । কিছু না কিছু বিঘন পড়বেই। কখনো কখনো মায়া হারিয়েও দেয়। বকিসং যে। চায় যে বাবার স্মরণে থাকি, কিন্তু থাকতে পারে না । অল্প বিস্তর যেটুকু সময় এখনও বাকি রয়েছে, ধীরে ধীরে সেই অবস্থাকে ধারণ করতে হবে। জন্মানোর সাথে সাথেই তো কেউ রাজা হয়ে যায় না । ছোট বাচ্চা ধীরে ধীরে তো বড় হবে, এতে তো টাইম লাগে। এখন তো সময় আর অল্পই বাকি রয়েছে। সব কিছুই পুরুষার্থের ওপরেই র্নিভর করছে। অ্যাটেনশন দিতে হবে, যেভাবেই হোক আমরা বাবার থেকে উৎতরাধিকার অবশ্যই নেবো। মায়ার সাথে মোকাবিলাও অবশ্যই করব। মায়াও তো কম নয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি এখন বোঝাচ্ছি। বাবার দ্বারাই তোমরা সদগতি পেয়ে থাকো। তারপর এই জ্ঞানের আর দরকারই থাকে না। জ্ঞানের দ্বারা সদ্গাতি হয়ে যায়। সদ্গাতি বলা হয় সৎযযুগকে।

তো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই লকষ্য এখন তোমাদের সামনে রয়েছে। তোমরা এটাও জানো যে, ডরামা অনুসারে সৃষ্টি রূপী বৃকষ বড় হতে সময় তো লাগবেই। বিঘন তো অনেক পড়ে। চেঞ্জ তো হতে হয়। কড়ি থেকে হীরের মতো হয়ে উঠতে হয়। রাত দিনের প্রভেদ হয়ে যায়।

দেবতাদের মন্দির এখনও পর্যন্ত তৈরী করে যাচ্ছে। তোমরা বরাহমণরা এখন মন্দির বানাবে না, কারণ সেটা হল ভক্তি মার্গ। দুনিয়া এখন জানে না যে, ভক্তি মার্গ সমাপ্ত হয়ে এখন জ্ঞান মার্গ জিন্দাবাদ হবে। সে'কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। মানুষ তো মনে করে কলিযুগ এখন শৈশবে। তাদের সব কিছুই হল শাস্ত্র কেন্দ্রিক। বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদেরকে সকল বেদের শাস্ত্রের রহস্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাবা বলেন, এখনও পর্যন্ত তোমরা যা কিছু পড়েছো, সে' সব ভুলে যাও। তার দ্বারা কারও সদ্গতি হয় না। হ্যাঁ কেবল স্বল্প কালের জন্য একটু সুখ পাওয়া যায়। সদাই সুখই সুখ পাওয়া যায়, এমন হবে না। এ' সব হল ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ। মানুষ দুঃখের মধ্যে থাকে, তারা এটা জানে না যে সৎযযুগে দুঃখের নামও থাকে না। মানুষ তো সেখানকার বিষয়ে বলে থাকে যে, সেখানে কৃষ্ণপুরীতে কংস ছিল, এই ছিল ঐ ছিল...। কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে হয়েছিল। নানান কথা লিখে দিয়েছে। কৃষ্ণ তো হল স্বর্গের প্রথম প্রিন্স, সে কী কোনো পাপ করেছিল ? এসব হল গল্প গাঁথা। এ সবের সৎযতা তোমরাই এখন বুঝতে পারো যখন বাবা তোমাদেরকে সৎযটা বলেন। বাবা-ই এসে সৎযখন্ড স্থাপন করেন। সৎযখন্ডে কতই না সুখ ছিল, মিথযাখন্ডে কতো দুঃখ। এ'সব মানুষ ভুলে গেছে। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমতের আধারে সৎযখন্ড স্থাপন করে তার মালিক হব।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, এইভাবে এইভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চললে তোমার উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। বাচ্চারা এটা জানে যে, আমাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করে সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী হতে হবে। সকলের মনের ইচ্ছা তো এটাই থাকে উচ্চ পদ পাওয়ার। সকলে তার জন্য পুরুষার্থ করে। প্রকৃত ভক্ত যেখানেই যাবে সাথে করে তার প্রভুর ছবি বা মূর্তি নেবেই আর বারেবারে তার ইষ্টকে স্মরণ করবে। বাবাও বলেন, থিরমূর্তির ছবি তোমরা সাথে রাখলে বারেবারে স্মরণে আসবে। বাবার দ্বারা আমরা সূর্যবংশী ঘরানাতে যাব । ভোর বেলা উঠেই চোখ সেদিকেই পড়বে। এও একপ্রকারের পুরুষার্থ। বাবা মত দেন যে - ভালো ভালো ভক্তরা পুরুষার্থ করে। চোখ খুললেই যাতে কৃষ্ণের কথা স্মরণে আসে। সেইজন্য ছবি সামনে রাখে। তোমাদের জন্য তো আরও সহজ। যদি সহজে স্মরণে না আসে, মায়া হয়রান করে, তখন এই ছবি সাহায্য করবে। শিববাবা আমাদেরকে বরহমার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। আমরা বাবার দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এইভাবে স্মরণ করলেও অনেক সাহায্য হবে । যে বাচ্চারা মনে করে যে মাঝে মাঝেই স্মরণ করতে ভুল হয়ে যায়, তাদের উদ্দেশ্য বাবার রায় হল, চিত্র সামনে রেখে দাও, তাহলে বাবা এবং উত্তরাধিকার দুই'ই স্মরণে আসবে। কিন্তু বরহমাকে স্মরণ করতে হবে না। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেলে তখন কি আর কেউ দালালকে স্মরণ করে ? তোমরা বাবাকে খুব ভালো করে স্মরণ করলে বাবাও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। স্মরণের দ্বারাই স্মরণ প্রাপ্ত হয় । এখন তোমরা তোমাদের প্রিয়তমের অ্যকুপেশনকে জানো। শিবের তো অনেক ভক্ত। শিব - শিব বলতেই থাকে। কিন্তু সেটা তো হল ভুল - শিবকাশী, বিশ্বনাথ তারপরে গঙ্গা বলে দেয়। জলের ধারে গিয়ে বসে পড়ে। এটা বোঝে না যে, জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা। বেনারসে অনেক ফরেনার্স আসে দেখার জন্য। বড় বড় ঘাট রয়েছে সেখানে, তবুও বাবার মন্দির তাদেরকে আকৃষ্ট করে। সবাই ওঁনার কাছে যায়। মন্দির তো কারো কাছে যাবে না। মন্দিরের দেবতাই আকৃষ্ট করে। শিববাবার আর্কষণও আকৃষ্ট করে তাদেরকে। নম্বর ওয়ান হলেন শিববাবা তারপর সেকেন্ড নম্বরে হলেন এই বরহমা, সরস্বতী তথা বিষ্ণু। বিষ্ণু তথা বরহমা। বরাহমণ তথা বিষ্ণুপুরীর দেবতারা। বিষ্ণুপুরীর দেবতারা তথা বরাহমণ । এখন তোমাদের কাজই হল এটা - আমরাই বরাহমণ থেকে দেবতা হচ্ছি, তাহলে অন্যদেরকেও তার রাস্তা বলে দিতে হবে। অন্যরা তো জঙ্গালের পথ দেখায়। কিন্তু তোমাদেরকে জঙ্গাল থেকে বের করে বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। শিববাবা এসে কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করেন। তোমরাও এই কাজ করে থাকো। এই সব বিষয় একমাত্র তোমরাই জানো। কোনো রাজারানী তো নেই যে তাদেরকে তোমরা বোঝাবে। কথিত আছে, পান্ডবদের তিন পা পৃথিবীও মিলছিল না। শক্তিশালী বাবা তাদের সাথে ছিলেন, তাই তাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করান। এখনও সেই পর্টিটাই প্লে হবে, তাই না ! বাবা হলেন গুপ্ত । কৃষ্ণের উপরে তো কোনো বিঘন আসতে পারে না। এখন বাবা এসেছেন । বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তার জন্য পরিশ্রম করতে হয় । প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্ট আসতে থাকে। দেখা গেছে যে, প্রদর্শনীতে ভালো প্রভাব পড়ে। বুদ্ধি বের করে দেখতে হবে যে প্রদর্শনীর দ্বারা ভালো প্রভাব পড়ে নাকি প্রজেক্টরের দ্বারা ? প্রদর্শনীতে বোঝালে চেহারা দেখে বোঝা যেতে পারে। যখন বুঝতে পারে যে, গীতার ভগবান হলেন শিববাবা, তখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । তার জন্য ৭ দিন দিতে হবে। এ'কথা লিখে দাও। নাহলে বাইরে গেলেই মায়া সব ভুলিয়ে দেবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে - আমরা ৮৪ র পরিকরমা করেছি, এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এই চিত্র তো অবশ্যই সাথে থাকা চাই। খুব ভালো চিত্র। বিড়লাদের মতো যারা বিত্তশালীরা আছেন, তারাও জানেন না যে, এই লক্ষ্মী নারায়ণ এই রাজ্য ভাগ্য কখন আর কীভাবে প্রাপ্ত করেছিলেন। তোমরা জানলে, তোমাদের তো অত্যন্ত খুশী হওয়ার কথা। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সাথে নিয়েই সাথে সাথেই কাউকে বোঝাতে পারবে যে এনারা এই পদ কীভাবে পেয়েছিলেন। এই সব কথা বুদ্ধি দিয়ে বোঝার এবং অন্যদেরকে বোঝানোর মতো। লক্ষ্য তোমাদের অনেক উচ্চ। যে যেমন টিচার সে তেমন সার্ভিস করে থাকে। কে কে কোন্ কোন্ সেন্টারকে কীভাবে সামলাচ্ছেন নিজের নিজের স্থিতি অনুযায়ী, বাবা সেটা দেখেন। নেশা তো সকলের রয়েছে। কিন্তু বিবেক বলে, যে বোঝাবে সে যত সুবুদ্ধিসম্পন্ন হবে, সে সেবাও তত ভালো করবে। সবাই তো সুচতুর হতে পারে না। সব জায়গার জন্য এক রকম টিচার তো হওয়া সম্ভব নয়। কল্প পূর্বে যেমন ঢলেছিল তেমনই চলছে। বাবা বলেন, তোমরা তোমাদের অবস্থাকে স্থির করার পুরুষার্থ করে যাও। এ হল কল্প কল্পের ব্যাপার। এটাই দেখা যায় যে, কল্প পূর্বের মতোই প্রত্যেকের পুরুষার্থ চলছে। যা কিছুই ঘটে, আমরা বলে থাকি কল্প পূর্বেও এমন ঘটেছিল। তাতে মনে খুশীও বজায় থাকে, শান্তিও । বাবা বলেন, কর্ম করবার সময়

বাবাকে স্মরণ করতে করতে কাজ করো। বুদ্ধির যোগ সেখানে (বাবার সাথে) ঝুলে থাকলে অনেক অনেক কল্যাণ হবে। যে করবে সে-ই পাবে। ভালো করলে ভালো পাবে। মায়ার মতে চলে সবাই খারাপই করে এসেছে। এখন (তোমাদের) প্রাপ্ত হয় শ্রীমৎ ।ভালো করলে ভালোই হবে। প্রত্যেকে নিজের জন্যই পরিশ্রম করে। যেমন করবে তেমনই পাবে। তাহলে কেন না আমরা বাবার সাথে যোগ যুক্ত হয়ে সার্ভিস করতে থাকি। যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পাবে। স্মরণের যাৎরার দ্বারা যদি নিরোগী হতে হয় তবে কেন না আমরা বাবার স্মরণে থাকি ! যর্থাথ হলে কেননা আমরা চেষ্টা করি। জ্ঞান তো একেবারেই সহজ। ছোট বাচ্চারাও নিজেরা বুঝে যায় আর বোঝায়ও। কিন্তু তাতে তো যোগী হয়ে গেল না। এটা পাকা করাতে হবে যে, স্মরণ করো। যারা মনে করে যে মাঝে মাঝেই স্মরণ করতে মনে থাকে না, তারা চিৎর কাছে রাখো, সেটাও ভালো। ভোর বেলায় ছবি দেখেই মনে পড়ে যাবে যে, শিববাবার থেকে আমরা বিশ্বপুরীর উৎতরাধিকার নিচ্ছি। এই ৎিরমূর্তি'র চিৎরই হল প্রধান। যার র্অথ তো তোমরা এখন বুঝেছো। দুনিয়াতে এমন ৎিরমূর্তির চিৎর আর কারো কাছেই নেই। এ তো একেবারেই সহজ। আমরা লিখি বা না লিখি, এটা তো সবাই জানে যে, বরহমার দ্বারা স্থাপন, বিশ্বুর দ্বারা পালন। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুৎয সারঃ-

১) মায়ার বকিসং এ কখনো যেন তোমাদের হার না হয় - এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। কল্প পূর্বের স্মৃতির দ্বারা নিজের অবস্থাকে মজবুত করতে হবে। খুশীতে আর শান্তিতে থাকতে হবে।

২) নিজের ভালোর জন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে । এই পুরোনো দুনিয়ার সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করতে হবে। মায়ার ঝড় থেকে বাঁচার জন্য চিৎরকে কাছে রেখে বাবা আর উৎতরাধিকারকে স্মরণে রাখতে হবে।

বরদানঃ- র্নিবল আৎমাদের মধ্যে শকিতর ফোর্স ভরে দিতে সকষম জ্ঞান - দাতা তথা বরদাতা ভব

র্বতমান সময়ে র্নিবল আৎমাদের মধ্যে এতটা শকিত নেই যে, জাম্প দিতে পারে, তাদের একসটরা ফোর্স প্রয়োজন । অতএব তোমাদের র্অথাৎ বিশেষ আৎমাদের নিজের মধ্যেই বিশেষ শকিত ভরে নিয়ে তাদেরকে হাই জাম্প দেওয়াতে হবে। এর জন্য জ্ঞান দাতার সাথে সাথে শকিত গুলির বরদাতা হও। রচয়িতার প্রভাব রচনার উপরে পড়ে। সেই কারণে বরদানী হয়ে নিজের রচনাকেও র্সব শকিতর বরদান দাও। এখন এই সার্ভিসের আবশ্যকতা রয়েছে ।

স্লোগানঃ- সাকষী হয়ে সকল খেলাকে দেখো, তাহলে সেফও থাকবে আর মজাও লাগবে।